1.3 শিক্ষামনোবিদ্যা (Educational Psychology)

মনোবিদ্যার পরিধি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। মনোবিদ্যার বিভিন্ন শাখা রয়েছে, যেমন—Animal Psychology, Child Psychology, Abnormal Psychology, Social Psychology, Industrial Psychology ইত্যাদি। Educational Psychology বা শিক্ষামনোবিদ্যাও হল মনোবিদ্যার একটি শাখা এবং এটি হল ফলিত মনোবিদ্যা বা Applied Psychology।

এখন প্রশ্ন হল শিক্ষামনোবিদ্যা কী? অর্থাৎ এর উদ্দেশ্য কী? কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ মনে করেন—বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষে অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করার জন্য মনোবিদ্যার পদ্ধতি প্রয়োগই হল শিক্ষামনোবিদ্যা ("applying the methods of psychology to study classroom and school life"—**Cliford**, 1984, 1981)। বর্তমানে সাধারণভাবে গৃহীত মত হল—শিক্ষামনোবিদ্যা হল এমন একটি স্বতন্ত্র বিষয় (discipline) যার নিজস্ব তত্ত্ব, সমস্যা, কৌশল ও গবেষণার পদ্ধতি রয়েছে। **Wittrock** বলেছেন—"Educational Psychology is distinct from other branches of psychology because it has the understanding and improvement of education as its primary goal." অর্থাৎ, শিক্ষামনোবিদরা মূলত শিখন ও শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে অধ্যয়ন করেন এবং শিক্ষাগত বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে উন্নত করার চেষ্টা করেন।

মনে রাখার বিষয়

- শিক্ষামনোবিদ্যা : মনোবিদ্যার বিভিন্ন জ্ঞানকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করাই হল শিক্ষামনোবিদ্যা। এটি মনোবিদ্যারই একটি শাখা, যার মূল উদ্দেশ্য হল শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে উন্নত করা।

একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বোঝানোর চেষ্টা করা হল।

আমরা জানি, মনোযোগ (attention) একটি মানসিক প্রক্রিয়া। মনোবিদ্যায় মনোযোগের প্রকৃতি, মনোযোগের প্রকারভেদ, মনোযোগকে প্রভাবিত করে এমন সব উপাদান প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। আমরা এও জানি, শিক্ষার্থীর শিখনের ক্ষেত্রে মনোযোগ একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী প্রক্রিয়া। শিক্ষার্থীর মনোযোগ বাড়াতে পারলে সেটা শিখনে সহায়ক ও কার্যকারী ভূমিকা নেবে। শিক্ষামনোবিদ্যা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, অর্থাৎ, শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ বা বৃদ্ধি কীভাবে করা যায়?

ওপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, মনোবিদ্যার যে সমস্ত বিষয় বা ধারণাকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়, সেগুলিই হল শিক্ষামনোবিদ্যার বিষয়বস্তু।

1.3.1 শিক্ষামনোবিদ্যার ধারণা ও অর্থ (Concept and Meaning of Educational Psychology)

শিক্ষামনোবিদ্যার ধারণা ও অর্থকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে এখানে বিভিন্ন মনোবিদ্‌দের মতামত তুলে ধরা হল।

- **কোলম্যান** (Coleman)-এর মতে, "A field of applied psychology devoted to education"। অর্থাৎ, এটি একটি ফলিত মনোবিদ্যার ক্ষেত্র যা শিক্ষার জন্য নিয়োজিত।
- **ই এ পিল** (E A Peel) বলেছেন, "Educational psychology is the science of education"। অর্থাৎ, শিক্ষামনোবিদ্যা হল শিক্ষার বিজ্ঞান।
- **স্কিনার** (Skinner)-এর মতে, "Educational psychology is that branch of psychology which deals with teaching and learning"। অর্থাৎ, শিক্ষামনোবিদ্যা মনোবিদ্যার সেই শাখা যা শিক্ষণ ও শিখন সম্বন্ধে আলোচনা করে।
- **ক্রো এবং ক্রো** (Crow & Crow)-এর মতে, "Educational Psychology describes and explains the learning experiences of an individual from birth through old age"। অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তির জন্ম থেকে বার্ধক্য অবধি যে শিখন অভিজ্ঞতা হয় তার বিবরণ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হল শিক্ষামনোবিদ্যা।

অর্থাৎ, আমরা বলতে পারি যে, **শিক্ষামনোবিদ্যা হল মনোবিদ্যার একটি ফলিত শাখা, যা শিখন অভিজ্ঞতা, শিক্ষণ ও শিখন নিয়ে চর্চা করে।**

1.3.2 শিক্ষামনোবিদ্যার প্রকৃতি (Nature of Educational Psychology)

শিক্ষামনোবিদ্যার বিভিন্ন সংজ্ঞা ও বিবরণ থেকে আমরা এই বিষয়টির যে সমস্ত প্রকৃতি পাই তা নীচে ব্যাখ্যা করা হল—

- এটি দুটি বিষয়ের সমন্বয়—একটি হল শিক্ষা (Education) ও অপরটি হল মনোবিদ্যা (Psychology)। মনোবিদ্যার ধারণা বা জ্ঞান শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগই হল শিক্ষামনোবিদ্যা।
- এটি শিক্ষামূলক পরিবেশে মানুষের আচরণকে অধ্যয়ন করে। মনোবিদ্যা মানুষের সমস্ত আচরণকে অধ্যয়ন করলেও শিক্ষামনোবিদ্যা মানুষের নির্দিষ্ট আচরণকেই শুধু অধ্যয়ন করে।
- এটি মনোবিদ্যার প্রায়োগিক বা ফলিত ক্ষেত্র (applied field)।

- এটি একটি সুসংগঠিত, বিধিবদ্ধ ও সর্বজনস্বীকৃত জ্ঞানের সমাহার যা মনোবিদ্যার ধারণা দ্বারা সমর্থিত।
- এটি শিক্ষাক্ষেত্রে মানুষের আচরণকে অধ্যয়ন করে একটি নির্দিষ্ট সত্যে পৌঁছোনোর প্রক্রিয়া। যদিও প্রমাণিত তথ্যটি পরবর্তীতে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হতে পারে।
- এই বিষয়ের গবেষণার ফলে যে সমস্ত সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছাই তার যথার্থতা, নির্ভরযোগ্যতা ও নৈর্ব্যক্তিকতার মান সন্তোষজনক।
- এই বিষয়ে সাধারণভাবে শিক্ষার অন্তর্গত বিভিন্ন প্রশ্নের, যথা—why, how, when, where ইত্যাদির উত্তর দেয়। কী হওয়া উচিত (what ought to be) বা মূল্যবোধ ও আদর্শ-সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর সাধারণভাবে শিক্ষামনোবিদ্যা অনুসন্ধানের চেষ্টা করে না।
- শিক্ষামনোবিদ্যার সিদ্ধান্ত বা ধারণার দ্বারা শিক্ষাক্ষেত্রে মানুষের আচরণ ভবিষ্যতে কী হতে পারে তার অনুমানও করতে সক্ষম।

1.3.3 শিক্ষামনোবিদ্যার পরিধি (Scope of Educational Psychology)

মনোবিদ্যায় মানুষ ও জীবজগতের সমস্ত আচরণের অধ্যয়ন ও বিবৃতি থাকে। কিন্তু শিক্ষামনোবিদ্যায় এই আচরণ শুধুমাত্র শিক্ষাক্ষেত্রেই সীমিত থাকে। সুতরাং, একথা বলা যেতে পারে যে, শিক্ষামনোবিদ্যা শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াকেন্দ্রিক যা শিক্ষক/শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীর কার্যাবলিকে সন্তোষজনক অবস্থায় নিয়ে যেতে সাহায্য করে। এভাবে ভাবলে আমরা শিক্ষামনোবিদ্যার পরিধিকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করতে পারি—**(i) শিক্ষার্থী** (The learner), **(ii) শিখন প্রক্রিয়া** (The learning process), **(iii) শিখন পরিবেশ** (The learning environment), **(iv) শিখন পারদর্শিতার মূল্যায়ন** (Evaluation of learning performance)।

মনে রাখার বিষয়

- **শিখন পরিবেশ** : আমাদের পরিবেশের যে সমস্ত উপাদান শিখনকে প্রভাবিত করে, সেগুলির সমন্বিত কার্যাবলিকেই বলা হয় শিখন পরিবেশ। কোনো শ্রেণিকক্ষের শিখন পরিবেশের মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশগত উপাদান যেমন থাকবে, তেমনি সামাজিক উপাদানও থাকবে।

প্রতিটি ক্ষেত্রকে নীচে পৃথকভাবে আলোচনা করা হল—

(i) শিক্ষার্থী (The learner): এখানে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করা হয়। যেমন—শিক্ষার্থীর বিকাশগত বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিগত বৈষম্য (বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, সৃজনশীলতা, মনোযোগ, আগ্রহ ইত্যাদি), মানসিক স্বাস্থ্য ইত্যাদি।

(ii) শিখন প্রক্রিয়া (The learning process): এখানে শিখনের বিভিন্ন তত্ত্ব,

শিখনের বিভিন্ন প্রভাবকারী উপাদান, শিখনের প্রেষণা, শিখন সমস্যার চিহ্নিতকরণ ও তার সমাধান প্রক্রিয়া ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়।

(iii) **শিখন পরিবেশ (The learning environment):** এখানে শিখন পরিবেশের বিভিন্ন দিকগুলি আলোচিত হয়। যেমন—শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মিথস্ক্রিয়া, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক, যোগাযোগের প্রকৃতি, শ্রেণিকক্ষের গতিপ্রকৃতি, দলগত আচরণ ও তার প্রকৃতি ইত্যাদি।

(iv) **শিখনের পারদর্শিতার মূল্যায়ন (Evaluation of learning performance):** এখানে শিক্ষার্থীর শিখনের মূল্যায়ন, শিখন সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সংশোধনমূলক ব্যবস্থা ও তার প্রকৃতি, পরিসংখ্যান ও রাশিবিজ্ঞানের ব্যবহার ইত্যাদি আলোচনা করা হয়।

1.3.4 শিক্ষামনোবিদ্যার বিষয়বস্তু (Subject-matter of Educational Psychology)

শিক্ষামনোবিদ্যার কর্মপরিধি যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তবে দেখা যাবে শিক্ষামনোবিদ্যার নির্দিষ্ট কিছু বিষয়বস্তু রয়েছে। নীচে সেগুলি সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া হল—

(i) **বিকাশ-সংক্রান্ত মনোবিদ্যা (Psychology of Development):** মানবজীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তর, সেই স্তরগুলির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এখানে আলোচিত হয়। জীবন বিকাশের বিভিন্ন দিক (যেমন—দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক ইত্যাদি) এখানে আলোচিত হয়। বিভিন্ন বিকাশের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক্রমের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনাও এই বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

(ii) **প্রেষণা-সংক্রান্ত মনোবিদ্যা (Psychology of Motivation):** শিক্ষার্থীর বিভিন্ন আচরণের পিছনে কী কারণ রয়েছে অর্থাৎ শিক্ষার্থী কেন ওই ধরনের আচরণ করে তার ব্যাখ্যা দেয় প্রেষণা (motivation)। শিক্ষা যেহেতু আচরণ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সেহেতু এই বিষয় শিক্ষামনোবিদ্যায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য প্রেষণার আলোচনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

(iii) **শিখন-সংক্রান্ত মনোবিদ্যা (Psychology of Learning):** শিক্ষার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য শিখন প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিখন যেমন বিভিন্ন প্রকারের

হয় তেমনি শিখনের তত্ত্বগুলিও বিভিন্ন রকম এবং বিভিন্ন তত্ত্বের প্রয়োগক্ষেত্রও বিভিন্ন। এই কারণে শিক্ষামনোবিদ্যায় শিখন-সংক্রান্ত আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ।

(iv) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের **মনোবিদ্যা (Psychology of Individual Differences):** ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিবৈষম্য মনোবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। ব্যক্তির বিকাশে, শিখনে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যক্তিবৈষম্য অবধারিত। সুতরাং, শিক্ষামনোবিদ্যার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ব্যক্তিবৈষম্যের মনোবিদ্যা। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন দিক দিয়ে পার্থক্য দেখা যায়, যেমন—বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, আগ্রহ, মনোযোগ, মনোভাব ইত্যাদি। শিক্ষামনোবিদ্যায় এই বিষয় আলোচনা না হলে শিক্ষণ কার্যকারী হবে না।

(v) **অভিযোজনের মনোবিদ্যা (Psychology of Adjustment):** শিক্ষার্থীকে গৃহ ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অভিযোজন করতে হয়। যদি সে প্রকৃত অভিযোজনে সক্ষম না হয় তাহলে তার শিক্ষণ প্রক্রিয়াতে ব্যাঘাত ঘটবে। সেইজন্য শিক্ষামনোবিদ্যার অন্যতম একটি বিষয় হল অভিযোজন।

(vi) **দলগত আচরণের মনোবিদ্যা (Psychology of Group Behaviour):** মানুষ সাধারণভাবেই দলবদ্ধ হয়ে থাকতে ভালোবাসে। শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রেও কথাটি সমানভাবে প্রযোজ্য। দলগত আচরণ শ্রেণিকক্ষের শিক্ষণ পরিবেশকে প্রভাবিত করে। সুতরাং, শ্রেণিকক্ষের দলগত আচরণের প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন। এই কারণে শিক্ষামনোবিদ্যায় দলগত আচরণ-সংক্রান্ত বিষয়বস্তু স্থান পেয়েছে।

এ ছাড়া আরও কিছু বিষয়বস্তুকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা যেতে পারত, কিন্তু সেগুলি ওপরের আলোচনার যে-কোনো একটি ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। সেজন্য সেগুলিকে আর বিস্তারিতভাবে সংযোজন করা হল না।

1.4 মনোবিদ্যা ও শিক্ষার সম্পর্ক (Relation between Psychology and Education)

শিক্ষামনোবিদ্যার বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলেই মনোবিদ্যার সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক উপলব্ধি করা যায়। এই সম্পর্ককে বোঝার জন্য দুটি দিক থেকে এর বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। যেমন—**তাত্ত্বিক দিক** এবং **ব্যাবহারিক দিক**। এই দুটি দিকের পৃথক পৃথক আলোচনা মনোবিদ্যা ও শিক্ষার সম্পর্ককে বুঝতে সাহায্য করবে।

তাত্ত্বিক দিক থেকে সম্পর্ক (Relation based on Theoretical Aspect)

(i) **মনোবিদ্যা ও শিক্ষার লক্ষ্য:** দার্শনিক আদর্শের ওপর নির্ভর করে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারিত হয় এবং শিক্ষার লক্ষ্যকে অর্জন করে শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীর

শিক্ষার নির্ধারিত লক্ষ্যকে অর্জন করতে কতটা সক্ষম তার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে মনোবিদ্যা। অর্থাৎ, মনোবিদ্যা শিক্ষার্থীর শিখন ক্ষমতা বা বিষয়গত ধারণক্ষমতাকে বুঝতে সহায়তা করে এবং শিক্ষার্থীর গ্রহণক্ষমতা অনুযায়ী দর্শন তার আদর্শবাদী যুক্তি দিয়ে শিক্ষার লক্ষ্যকে নির্ধারিত করে। অতএব, উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

(ii) মনোবিদ্যা ও **শিক্ষার উদ্দেশ্য:** বর্তমান শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর জীবনের সার্বিক বিকাশসাধন করা। ডেলর কমিশনে শিক্ষার যে চারটি উদ্দেশ্যের [(a) জানার জন্য শিক্ষা (b) কর্মের জন্য শিক্ষা (c) একত্রে বসবাসের জন্য শিক্ষা এবং (d) মানুষ হয়ে ওঠার শিক্ষা] কথা বলা হয়েছে, তাতে মানবজীবনের বিকাশের উদ্দেশ্যই প্রতীয়মান। অন্যদিকে, মনোবিদ্যার কাজ হল মানবজীবনের বিকাশের ধারাকে অনুশীলন করা। অতএব, মনোবিদ্যা এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য উভয়েরই আলোচ্য বিষয়বস্তু মানবজীবনের বিকাশের অনুশীলন।

(iii) মনোবিদ্যা ও **শিক্ষাপদ্ধতি:** শিক্ষার উদ্দেশ্য স্থাপনে সঠিক শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মনোবিদ্যা যেহেতু শিক্ষার্থীর মানসিক সক্ষমতাকে বিশ্লেষণ করে, সেহেতু শিক্ষার্থীর মানসিক সক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষাপদ্ধতি প্রণয়নে মনোবিদ্যা সাহায্য করে।

(iv) মনোবিদ্যা ও **শিক্ষার তাৎপর্য:** আধুনিক শিক্ষার প্রধান তাৎপর্য হল শিশুকেন্দ্রিকতা, অর্থাৎ, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিবৈষম্য অনুযায়ী তার নিজস্ব সক্ষমতা, চাহিদা, আগ্রহ, প্রবণতা ইত্যাদিকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। এই কাজে মনোবিদ্যা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিবৈষম্যকে চিহ্নিত করতে সহায়তা করে।

(v) মনোবিদ্যা ও **শিক্ষার সক্রিয়তাবাদী ধারণা:** বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে সক্রিয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে ভিত্তি করে। অর্থাৎ, শিক্ষার্থীর মানসিক সক্ষমতাকে বিচার করে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা স্ব-আগ্রহে নিজের সক্রিয়তার দ্বারাই বিষয়বস্তুর শিখনে নিয়োজিত হয়। এই ধরনের শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রেই মনোবিদ্যার নির্ভরতা দেখা যায়।

উল্লেখিত তাত্ত্বিক দিকগুলিতে মনোবিদ্যা ও শিক্ষার পারস্পরিক নির্ভরতা দেখা যায়।

ব্যাবহারিক দিক থেকে সম্পর্ক (Relation based on Application Aspect)

(i) মনোবিদ্যা ও **পাঠক্রম প্রণয়ন:** শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য পাঠক্রম বা পথ উপায় হিসেবে কাজ করে। সুতরাং, পাঠক্রম যখন সংগঠিত বা তৈরি হয় তা শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছোনোর উপযোগী করেই তৈরি করা

হয়। পাঠক্রম সংগঠনের সময় বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্তিকরণে মনোবিদ্যার ভূমিকা অত্যন্ত বেশি। কারণ, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর মানসিক সক্ষমতাকে বিবেচনা করেই পাঠক্রমে বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্তিকরণ করানো হয় এবং শ্রেণিকক্ষে পাঠক্রম অনুশীলনের ক্ষেত্রেও শিক্ষকগণ মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন। সুতরাং, পাঠক্রম প্রণয়ন এবং প্রয়োগ উভয় ক্ষেত্রেই মনোবিদ্যার সহযোগিতা প্রয়োজন।

(ii) মনোবিদ্যা ও **শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োগ:** মনোবিদ্যার নীতিকে কাজে লাগিয়ে যে সমস্ত শিক্ষাপদ্ধতি প্রণয়ন হয়েছে (কিন্ডারগার্টেন শিক্ষণ পদ্ধতি, মন্তেসরি শিক্ষণ পদ্ধতি, প্রোজেক্ট পদ্ধতি ইত্যাদি) সেগুলির প্রয়োগের ক্ষেত্রেও মনোবিদ্যা সাহায্য করে। অর্থাৎ, মনোবিদ্যার জ্ঞান শিক্ষককে বুঝতে সাহায্য করে—কোন্ ধরনের শ্রেণিকক্ষে বা কোন্ স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য বা কোন্ ধরনের বিষয়বস্তুর জন্য কোন্ শিক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যথাযথ হবে।

(iii) মনোবিদ্যা ও **শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন:** শিক্ষাদানের শেষে শিক্ষার্থীরা কতটা নির্দেশনাগত উদ্দেশ্য অর্জন করতে পেরেছে তার ফলাফল জানতে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্য নেওয়া হয়। মূল্যায়নের জন্য যে অভীক্ষাসমূহ প্রস্তুত করা হয় তা মনোবিদ্যার নীতিকে অনুসরণ করেই করা হয়।

(iv) মনোবিদ্যা ও **শিক্ষা প্রশাসন:** শিক্ষাব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য শিক্ষা প্রশাসনও মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিচালিত হওয়া উচিত। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করে শিক্ষা প্রশাসনকে পরিচালনা করা হয়, যাতে শিক্ষার পরিবেশ সুনিয়ন্ত্রিত থাকে।

(v) মনোবিদ্যা ও **শৃঙ্খলার প্রয়োগ:** প্রাচীনকালে শিক্ষার্থীদের কঠোর শৃঙ্খলা ও শাসনের পরিবেশে রেখে শিক্ষা দেওয়া হত। শিক্ষামনোবিদ্যার জ্ঞানের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে শৃঙ্খলার প্রাচীন ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। মনোবিজ্ঞানের ধারণা অনুযায়ী শৃঙ্খলা হল শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। অর্থাৎ, শিক্ষার্থী নিজেই নিজের শৃঙ্খলায় পরিচালিত হবে এবং স্ব-আগ্রহেই শিক্ষা গ্রহণ করবে। শৃঙ্খলার এই দৃষ্টিভঙ্গি মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে।

অতএব, তাত্ত্বিক এবং ব্যাবহারিক উভয় দিক থেকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, মনোবিদ্যা এবং শিক্ষার পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়।